ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

১৬ জুন ২০২২

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষক
রাবেয়া আক্তার কনিকা, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ , ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকারঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়*

সার-সংক্ষেপ

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বাধীনতার সূচনালগ্ন হতেই মূলত তারাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জনগণের কাছে সম্মানিত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হয়েছেন যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ সংঘটিত করেছেন, এবং প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নারীদের একটা বড় অংশ কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সেভাবে কখনোই দৃশ্যমান হয়ে উঠেনি বা মূল্যায়িত হয়নি।

১৯৭১ সালে পাকবাহিনী তাদের দোসর রাজাকার ও দালালদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশের নারীদের ধর্ষণ ও নির্যাতন করেছিল। সরকারি হিসাব মতে, ২ লক্ষ নারী যুদ্ধকালীন সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ হতে ১০ লক্ষ। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদেরকে তাদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিতা নারীদেরকে 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে সম্মানিত করার ঘোষণা দেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-১৯৭৮) পরিকল্পনাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। সরকারি উদ্যোগকে বেগবান করতে বেসরকারি ও নাগরিক উদ্যোগও যোগ হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন বিষয়ক সকল কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়।

২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান প্রদান করার জন্য উচ্চ আদালতে একটি পিটিশন করা হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করে, যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীদেরকে 'নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)' হিসেবে গেজেটভুক্ত করা এবং মাসিক ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সকল সরকারি সুবিধা প্রদান ও আর্কাইভ তৈরি করার বিষয়ে বলা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রথম জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করে। ২৪ মে ২০২২ পর্যন্ত গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা মোট ৪৪৮ জন।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন জারির ছয় বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম। এছাড়াও বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি ও সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকসমূহের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

১. বীরঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধা প্রদান করা জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি পর্যালোচনা করা;
২. এই কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, ঘাটতির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা;
৩. গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. গবেষণার পরিধি

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার প্রাপ্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ এই গবেষণার আওতাভুক্ত-

১. **চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াঃ** বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া; বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা ও চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় সরকারের ও বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা;
২. **প্রত্যয়ন প্রক্রিয়াঃ** প্রত্যয়নের ধাপসমূহ; প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;
৩. **আবেদন প্রক্রিয়াঃ** আবেদনের ধাপসমূহ; আবেদন প্রক্রিয়ায় সহযোগী বিভিন্ন অংশীজন; আবেদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;

---

* ২০২২ সালের ১৬ জুন অনলাইন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

৪. **যাচাই-বাছাই ও গেজেট ঘোষণা:** আবেদনকারী বীরাঙ্গনাদের সত্যতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া; যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার সংবেদনশীলতা; যাচাই বাছাই ও গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;

৫. **ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি:** ভাতা ও অন্যান্য নির্ধারিত সুবিধাসমূহ; ভাতা ও সুবিধা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি।

৪. গবেষণা পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণাটি মূলত গুনগত গবেষণা পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, প্রকাশিত গেজেট এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই ও প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্দেশকসমূহ হচ্ছে আইনের শাসন, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি, জবাবদিহি এবং সংবেদনশীলতা।

এই গবেষণায় ব্যবহৃত সকল তথ্য জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫. গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

৫.১. **বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম:** ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেয়ার প্রস্তাব পাশ করে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাদের জন্য কিছু অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে-

- গেজেটভুক্তকরণ
- মাসিক ভাতা প্রদান: বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা শ্রেণিতে (ক্যাটাগরিতে) মাসিক ভাতা প্রদান (বর্তমানে মাসিক ২০,০০০ টাকা ভাতা বরাদ্দ; সকল ধরনের ভাতার টাকা ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হয়)
- অন্যান্য ভাতা: মাসিক ভাতার পাশাপাশি উৎসব ভাতা, মহান বিজয় দিবস ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান
- আবাসন সুবিধা: অস্বচ্ছল হয়ে থাকলে "বীর নিবাস" প্রকল্পের অধীনে গৃহায়ণ সুবিধা প্রদান
- বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন
- বিভিন্ন সম্মাননা প্রদান এবং জেলাপর্যায় হতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের উপহার বা সুবিধা প্রদান (তবে সেগুলো নিয়মিত সরকারি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

চিত্র-১: গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

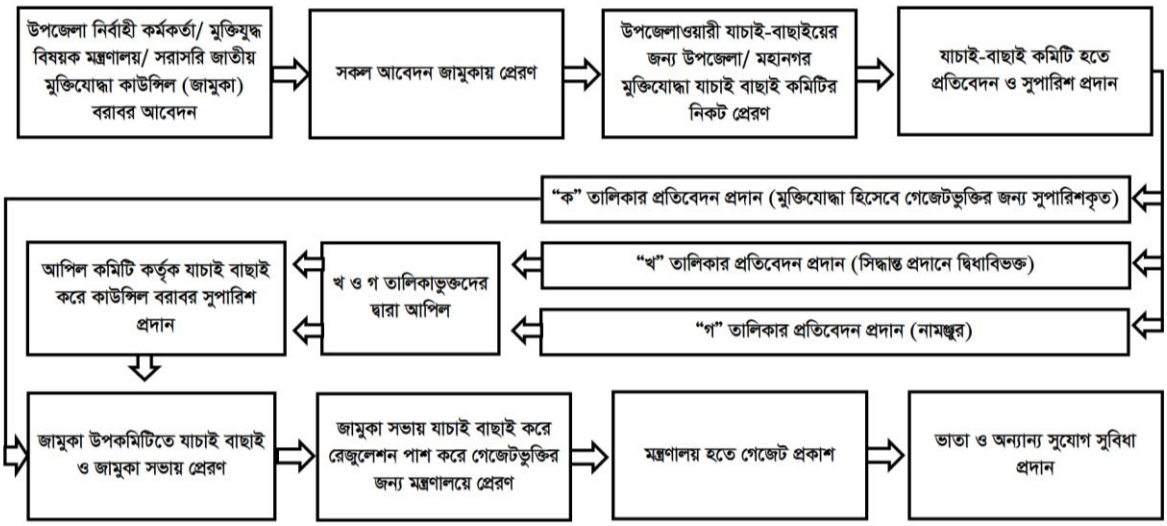

৫.২. **গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনাদের সংখ্যা:** বর্তমানে গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৪৮ জন (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী) হলেও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ এন্ট্রি রয়েছে ৪০৩ জনের তালিকা। আটটি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেজেটভুক্ত হয়েছে রাজশাহী বিভাগে (১০৭ জন)। এরপরে রয়েছে রংপুর বিভাগ, এ বিভাগে গেজেটভুক্ত হয়েছে ৬১ জন। সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগে গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি, ৫২, ৫১ এবং ৫০ জন। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের যথাক্রমে গেজেটভুক্ত হয়েছে ৪৫ ও ৪০ জন। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম গেজেটভুক্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে, ২৮ জন। এখন পর্যন্ত একজন করে গেজেটভুক্ত হয়েছে এমন জেলার জন্য মোট ৯টি। এখন পর্যন্ত একজন বীরাঙ্গনাও গেজেটভুক্ত হয়নি এমন জেলার জন্য মোট ৮টি। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হতে গেজেটভুক্ত হয়েছেন তিনজন।

৫.৩. **বেসরকারি কার্যক্রম:** বীরাঙ্গনাদের নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু পক্ষ কাজ করে থাকেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে যেসব কার্যক্রমসমূহ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে বীরাঙ্গনাদেরকে খুঁজে বের করা, বীরাঙ্গনা এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে কাউন্সিলিং করা, সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করা, স্বল্প পরিসরে ভাতার ব্যবস্থা করা, বীরাঙ্গনাদের জন্য চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা, গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা এবং আবাসন কার্যক্রম।

৬. বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ

২০১৫ সালে প্রজ্ঞাপন জারির মধ্য দিয়ে বীরাঙ্গনাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের সরকারি কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির এই প্রক্রিয়ায় বীরাঙ্গনাদের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

৬.১. আইনের শাসন সংক্রান্ত

দীর্ঘসূত্রতার চ্যালেঞ্জ: গেজেটভুক্তির আবেদন হতে শুরু করে গেজেটভুক্তি জন্য সর্বোচ্চ কতদিনে মধ্যে কার্যক্রম নিষ্পত্তি করতে হবে তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা আইনে বা বিধিতে উল্লেখ নেই। ফলে গেজেটভুক্তির এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনেকক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময়- কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩ বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়।

গেজেটভুক্তির পর ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ। গেজেটভুক্তির পর ভাতা পেতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩-৬ মাস পর্যন্ত বা এরও বেশি সময় লেগে যায়। সম্মানি ভাতার আবেদন করা আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই তা যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় ভাতা প্রাপ্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয়ে পড়ে। এছাড়া বীর নিবাসের ঘরের জন্য আবেদন করলে তা পেতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এক্ষেত্রেও সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে আবেদন করার ৬ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও কেউ কেউ এখনো ঘর পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে।

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ: আবেদন যাচাই বাছাই এর জন্য কিছু কিছু সনদ প্রদর্শন করতে হয়। আবেদনপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ডের অনুলিপি ও ইউনিয়ন/পৌরসভা/মহানগরের বাসিন্দা হিসেবে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হয়। এছাড়া যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হয়। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য এসব সনদ প্রদর্শন করা অনেক সময়ই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলে। বিশেষকরে অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় জাতীয় পরিচয়পত্রে যে বয়স উল্লেখ করা রয়েছে তা অনুমানভিত্তিক, যার সাথে প্রকৃত বয়সের ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করাটাও কঠিন হয়ে পড়ে।

আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ: অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় আবাসন বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নিজস্ব জমির মালিকানা থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। "বীর নিবাস" এর ঘর পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর অবশ্যই দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট × প্রস্থ ২৯ ফুট সরেজমিন নিষ্কন্টক নিজ নামে জমি থাকতে হবে। অনেকক্ষেত্রেই ন্যূনতম জমির মালিকানার এই শর্ত দরিদ্র ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

৬.২. সক্ষমতা ও কার্যকরতা

পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি: সরকার বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার করার বা চিহ্নিত করার কোনো পরিকল্পনা নেই। সংবেদনশীলতা রক্ষার স্বার্থে বীরাঙ্গনা হিসেবে শুধু যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন গেজেটভুক্ত হওয়ার জন্য তাদেরকেই যাচাই-বাছাই করে এই আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ৪৪৮ জন বীরাঙ্গনার মধ্যে ৪৩৩ জন জীবিত অবস্থায় নিজেদের পক্ষে

তালিকাভুক্ত হয়েছেন এবং ১৫ জন বীরাঙ্গনার মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রতিনিধি হয়ে নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।

তাছাড়া গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপনের প্রচারে সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকার কারণে গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের এই আহ্বান অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে পারে না। গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা পরিষদে নোটিশ টাঙ্গানো এবং এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনের সংবাদ প্রচার করা হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনারা প্রান্তিক পরিসরে বসবাস করা এবং সরকারি এসব বার্তার বিষয়ে তাদের ধারণা না থাকার ফলে এই আহ্বান তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না বা তারা সেটা বুঝতে পারেন না। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত সেবার তথ্যও পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার না করায় যথাসময়ে তথ্য পান না বলে অভিযোগ রয়েছে বীরাঙ্গনাদের।

জনবলের ঘাটতি: উপজেলা পর্যায়ে বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য বিশেষ কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ নেই। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা কর্মকর্তা তার অন্যান্য নির্ধারিত কাজের সাথে বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট বিষয়ক কর্মকাণ্ড দেখে থাকেন। উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ বীরাঙ্গনা শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি এবং বয়সের কারণে গেজেটভুক্তির জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করতে জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এছাড়া আবেদনপত্র লেখা বা পূরণ করতে সহায়তা করার জন্য জামুকায় কোনো জনবল নেই। অসহায় অনেক বীরাঙ্গনাকে এসব ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য পারিবারিকভাবেও তেমন কেউ থাকেন না। অনেকক্ষেত্রেই তখন এসব ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তাদের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্যের ঘাটতি: তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিশেষকরে হালনাগাদ তথ্য ও তথ্যের নির্ভুলতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ তথ্যের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা যেখানে ৪৪৮ জন সেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ এন্ট্রি রয়েছে ৪০৩ জনের। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ গেজেটভুক্ত একই ব্যক্তির নাম এবং পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নামও রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে থাকা ৪৪৮ জন বীরাঙ্গনার তালিকার মধ্যে ৮৯ বীরাঙ্গনার (১৯.৮৭%) নামের সাথে এমআইএস-এ উল্লেখিত নামের ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে ২০৭ জনের (৪৬.২১%)।

এছাড়াও গেজেটে অনেকের নাম, ঠিকানায় ভুল রয়েছে, এবং এ কারণে আবাসনের জন্য আবেদন করতে পারছেন না অনেকেই। গেজেটে এই ধরনের ভুল অনেকক্ষেত্রে আবেদনভুক্তির সময় প্রদত্ত তথ্যের সময়ে ভুল তথ্য প্রদানের ফলে তৈরি হয়। এছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য লিপিবদ্ধকরণের সময় অথবা সংশোধিত তথ্য সকল মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিবর্তন না করার ফলে হয়ে থাকে। তাছাড়া এমআইএস-এ থাকা তথ্যসমূহ হালনাগাদ নয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, মাঠ পর্যায়ে সুবিধাগ্রহীতারা সহযোগিতামূলক আচরণ না করার কারণে অনেকক্ষেত্রেই তথ্য আপডেট করা সম্ভব হয় না। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শুধু গেজেটভুক্তদের তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কতজনের আবেদন বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে এই বিষয়ক কোনো তথ্য দেওয়া নেই। এমনকি এই বিষয়ক কোনো তথ্য জামুকা হতেও প্রকাশ করা হয় নি।

৬.৩. অংশগ্রহণ

বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা: সরকারি বা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের কোনো তালিকা নেই। বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। প্রথমত, এক্ষেত্রে কোনো তথ্য ও তালিকা নেই যেটি ব্যবহার করে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে, পরিচিতি গোপন। পারিবারিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাপে নির্যাতিত এই নারীরা বাধ্য হয়েছিল নিজেদের নির্যাতনের ঘটনাকে গোপন করতে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার ও সমাজের চাপের মুখে পরিবার পরিজন ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেও বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে স্বাধীনতার ৫০ বছর পর তাদেরকে খুঁজে বের করা প্রথম চ্যালেঞ্জ ও বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হয়।

"আমাদের দেশে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে মনোভাব ভাল না। যে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার চিহ্নিত করবেন তিনি প্রকৃত কমান্ডার কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করা এই কমান্ডারদের অনেকের বয়স দেখলে বোঝা কঠিন যে তারা যুদ্ধের সময় কিভাবে যুদ্ধ করেছে। একজন কমান্ডার একবার একজন বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'ও তো ভাল মেয়ে মানুষ না ...'। আমি তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, 'আপনি তো এভাবে বলতে পারেন না। কোন পরিস্থিতিতে তার সাথে এই অবস্থা হয়েছিল সেটা তো আপনি আগে দেখবেন। সে নিজে ইচ্ছে করে তো কিছু করেন নি'। এভাবে বলার পর সে কিছুটা দমেছিলো।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতা

দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে থাকা বা পরিচয় প্রকাশে শংকিত এসব বীরাঙ্গনা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেছে। ফলে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গ যখন তাদের খোঁজার চেষ্টা করছিল, তখন শুরুতে বীরাঙ্গনাদের পরিবার পরিজন এমনকি খোদ বীরাঙ্গনারাও নানাভাবে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এছাড়া স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিতরাও (রাজাকার) তাদেরকে বাধা দিয়েছে।

প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা: বীরাঙ্গনাদেরকে গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য বেশ কিছু প্রত্যয়নের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হতে প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হয়। ঐ সময়ে বর্তমান ছিলেন, অর্থাৎ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমন তিন জনের ঘটনার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করতে হয়, এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নিকট হতে প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হয়। শুরুর দিকে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ অসহযোগিতামূলক আচরণ করেছেন। বীরাঙ্গনাদেরকে প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব ইতিবাচক ছিল না। বিশেষকরে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেওয়ায় বিষয়ে তাদের অনেকের বেশ আপত্তি ছিল।

এছাড়া প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা প্রতিবেশীরাও অসহযোগিতামূলক আচরণ করে। অনেকক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বা ব্যক্তিগত দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের জের ধরেও অনেকে বীরাঙ্গনাদের পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির দিক থেকে সহযোগিতামূলক আচরণের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্মগ্রহণ করা এবং বীরাঙ্গনাদের নিয়ে সামাজিক পরিসরে বিদ্যমান নেতিবাচক মনোভাবের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট হতে প্রত্যাশিত সহায়তা পাওয়া যায় নি।

যোগাযোগ: বীরাঙ্গনাদের সাথে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। যেহেতু বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধাপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতে সার্বিকভাবে সরাসরি সহায়তার জন্য প্রশাসনিক ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ নেই এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিই কমবেশি স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় হয়ে থাকে, ফলে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে বীরাঙ্গনাদের নিয়মিত যোগাযোগ তৈরি হয়ে উঠে না। এছাড়া নারী ও বয়স্ক হওয়ার কারণেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা প্রশাসনিক পরিসরে খুব বেশি যাতায়াত করতে পারেন না। ফলে তাদের জন্য কোনো সেবা বা সুবিধা বরাদ্দ হলে অনেকসময়ই তারা তা জানতে পারেন না। বেশিরভাগ সময়ই স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে তাদেরকে এই সংবাদগুলো জানতে হয়। এছাড়াও কোনো সেবার জন্য কোনো আবেদন করা হলে তার আপডেট সম্পর্কে জানার জন্যও বীরাঙ্গনাদের স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা নিতে হয়।

৬.৪. অনিয়ম ও দুর্নীতি

গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি: গেজেটভুক্তির বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয় বীরাঙ্গনাদের। তথ্যদাতাদের মতে, কমবেশি সকল আবেদনকারী বীরাঙ্গনাই নানা পক্ষ হতে বিশেষকরে স্থানীয় পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার। তবে কাজ শেষ করার জন্য এবং পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য তারা এই প্রসঙ্গে কথা বলেন না। কিছু কিছু প্রত্যয়নের সময় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। প্রত্যয়ন সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বীরাঙ্গনাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রশাসনিক পর্যায়ে কোনো আবেদন জমা দেওয়ার সময় পিয়ন বা সহকারীদেরকে চা নাস্তা খাওয়ার টাকা দেওয়ার এক ধরনের অলিখিত নিয়ম রয়েছে। পিয়ন বা সহকারী না চাইলেও নিজ থেকেই তাদেরকে কিছু দিয়ে আসার প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেওয়ার বিনিময়ে কেউ কেউ তাদের কাছে টাকা দাবি করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। গেজেটভুক্তির এই পুরো প্রক্রিয়াটি জটিল হওয়ার কারণে এবং প্রশাসন হতে সরাসরি সহায়তা করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে বীরাঙ্গনাদেরকে অনেকক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতি শিকার হতে হয়।

বীর নিবাসের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি: আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কোনো কোনো পক্ষ থেকে অবৈধভাবে অর্থ দাবি করা হয়। কয়েকটি জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রয়েছে। বীর নিবাসের ঘর পেতে হলে তাদেরকে নির্দিষ্ট একটি অংকের টাকা দিতে হবে নতুনা ঘর পাবে না এমন হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আবাসনের আবেদনে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবাসনের প্রজ্ঞাপনে অস্বচ্ছল বীরাঙ্গাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঘর দেওয়ার কথা বলা হলেও তারা ঘর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আবেদন করার ৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ কেউ এখনো ঘর পান নি।

> **"হেরা তো কয় ঘর পাইতে হইলে তো টাকা পয়সা কিছু খরচ করতে হইবো। সরকার তোমারে এতো লাখ ট্যাকার ঘর দিবো, তোমারেও তো কিছু দিতে হইবো... লাখ খানেক টাকা চায়... তা না হইলে ঘরের নাকি ব্যবস্থা হইবো না।"**
>
> *- একজন বীরাঙ্গনা*

বীরাঙ্গনা নন এমন ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হওয়া: কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কিত ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের ও দলিলের ভিত্তিতে বিতর্কিত ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন প্রশাসন।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান এবং সার্বিকভাবে তথ্য প্রমাণাদি নিয়ে আসলে প্রশাসনের পক্ষেও তা ধরতে পারা সম্ভব হয় না। ফলে কিছু বানোয়াট ব্যক্তিরা গেজেটভুক্ত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়।

৬.৫. জবাবদিহি

অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি: বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রশাসনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ গৃহীত হলে তা নিরসনের ব্যবস্থা থাকলেও অনিয়ম ও দুর্নীতি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। বীরাঙ্গনা ও তাদের প্রতিনিধিরা গেজেটভুক্তির বিভিন্ন ধাপে এবং আবাসন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের শিকার হলেও পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য দুর্নীতির অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির প্রসঙ্গে প্রশাসনের নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা জানান যদি এমন ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তাৎক্ষণিক ভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মিথ্যা পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার গেজেট বাতিল এবং অন্য কোনো ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

"বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তির এই পুরো প্রক্রিয়াটাই জটিল ও সময়সাপেক্ষ। অনেককেই কোনো না কোনোভাবে টাকা পয়সা দিতে হয়। তারা দেয়। কিন্তু এটা নিয়ে তারা কথা বলে না। এমনেই নানান জটিলতা আছে। এরপর এটা নিয়ে নতুন করে আর কোনো ঝামেলা হোক সেটা চায় না। অনেকে ভয় পায়, এতে না আবার শেষে বাতিল হয়ে যায়। যে যতটা পারে দেয়।"

- একজন স্বেচ্ছাসেবীর সাক্ষাৎকার

৬.৬. সংবেদনশীলতা

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সংবেদনশীলতার ঘাটতি: সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে বীরাঙ্গনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া এইসব নারীদেরকে পরিবার ও সমাজ থেকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয় নি। অনেককে পরিবারের আশ্রয় হারাতে হয়েছে, স্বামী সংসার হতে বহিস্কৃত হতে হয়েছে। যারা পরিবারের কাছে আশ্রয় পেয়েছে তারা প্রায় সকলেই বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেছে। এই পরিস্থিতিতে এতো বছর ধরে আড়াল করে রাখা এই পরিচয় সামনে আনতে বীরাঙ্গনারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাদের পরিবার পরিজন নিজেদের সম্মানের ভয়ে বীরাঙ্গনাদের সামনে আসতে বাধার সৃষ্টি করেছে। বীরাঙ্গনা হিসেবে স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য আবেদন করতে রাজি হওয়ায় তাদের পরিবার পরিজন দ্বারা নতুনভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের চাপে গেজেটভুক্তির আবেদন জমা দেওয়ার পরও তা তুলে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে।

স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সংবেদনশীলতার ঘাটতি: গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অন্যতম জটিলতা হচ্ছে যাচাই-বাছাই কমিটির সামনে আবেদকারী বীরাঙ্গনাকে ১৯৭১ সালে তার সাথে হওয়া নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করা, যা কোনোভাবেই সংবেদনশীল নয়। নির্যাতনের এই ঘটনা যা এতো বছর ধরে তারা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা নতুন করে আবার নিজ মুখে বর্ণনা করা তাদের জন্য খুবই কষ্টকর। এছাড়া ৩-৪ জন মানুষের সামনে বসে এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে কথা বলাটাও তাদের জন্য কঠিন। এছাড়াও বীরাঙ্গানদের বেশিরভাগই এখন বেশ বয়স্ক। দীর্ঘদিন অভাব অনটনের মধ্যে থেকে, রোগে ভুগে, নানা নির্যাতন সহ্য করে অনেকেই মানসিকভাবে সমর্থ নন। ফলে বার্ধক্যজনিত বা মানসিক কারণে পুরনো অনেক স্মৃতি তারা হয় পুরোপুরি বা আংশিক ভুলে গেছেন। এমন পরিস্থিতিতেও তাদের পক্ষে কমিটির সামনে ধারাবাহিকভাবে পুরো ঘটনা বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। এছাড়া বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি প্রদানের এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক মনোভাব থেকে বীরাঙ্গনা, তাদের পরিবার পরিজন সর্বোপরি সাধারণ মানুষদের উত্তরনের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই।

স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও সুযোগ-সুবিধার সমস্যা: স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরও বীরাঙ্গনাদের পরিবার ও সমাজের দ্বারা হেনস্থার শিকার হতে হয়। বীরাঙ্গনাদের জন্য সরকারের সম্মানী ভাতাকে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যঙ্গ করে "পাঞ্জাবিদের ভাতা" হিসেবে ব্যবহার করে বীরাঙ্গনাদেরকে অপদস্থ করা হয়। অনেকে এক্ষেত্রে নিজেদের স্বীকৃতি ও ভাতা প্রাপ্তির বিষয়টি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন। ভাতার টাকাটি তিনি নিজের স্বামীর অথবা বাবার মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সুবাদে পাচ্ছেন বলে সন্তানদেরকে বলে থাকেন।

ভাতার টাকা নিয়েও বীরাঙ্গনাদেরকে নানা সমস্যার শিকার হতে হয়। ছেলে মেয়েরা ভাতার টাকা ভাগাভাগী নিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। ভাতার সম্পূর্ণ টাকা ছেলেমেয়েরা কে কতটুকু অংশ নিবে, কাকে কি দিতে হবে এই নিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। এমনকি মেয়ের জামাইও মেয়েকে চাপ প্রয়োগ করে ভাতার টাকার অংশ দেওয়ার জন্য নাহলে মেয়েকে তালাক দিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

৭. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

মুক্তিযুদ্ধের চার দশক পরে হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ। তবে বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় নানা ঘাটতি বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক সেখানে পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি প্রক্রিয়াটিকে করে তুলেছে জটিল। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। স্বাধীনতার এতো বছর পরও সামাজিক মূল্যবোধে অনেকাংশেই স্থবিরতা রয়ে গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি ও নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক কাজ থাকলেও তা নারী বিষয়ক অন্য যেকোন কাজের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক অন্যান্য প্রক্রিয়া হতে ভিন্ন। কিন্তু বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর। সংবেদনশীল এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেকক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি করছে।

৮. সুপারিশ

১. বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট কাঠামো ঠিক করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও তরুণ প্রজন্মের নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করবে এবং তালিকাভুক্ত করতে সার্বিক সহায়তা করবে।

২. স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে গেজেটভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া হতে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় হতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির তথ্য স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে হবে।

৩. গেজেটভুক্তি হতে শুরু করে ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আবেদন করার পর সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

৪. সার্বিক তথ্য প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই করে আবেদনের সত্যতা পাওয়া গেলে বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি বাদ দিতে হবে।

৫. গেজেটে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্যগত জটিলতা এড়ানো জন্য বিশেষকরে জাতীয় পরিচয়পত্রে বয়স সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. বীরাঙ্গনাদের আবাসন সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বিষয়টি বাতিল করতে হবে এবং অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবাসন বরাদ্দ করতে হবে।

৭. সমাজে বীরাঙ্গনাদের সম্মানজনক অবস্থানের জন্য তাদের অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/কাজে বীরাঙ্গনা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং গণমাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের অবদান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে।

৮. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকেন্দ্রিক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বীরাঙ্গনাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. বীরাঙ্গনাদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে বীরাঙ্গনারা নিজেদের প্রাপ্য সম্মান গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন।

১০. বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তি হতে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে প্রশাসনকে বিশেষভাবে নজরদারি করতে হবে।

****